বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২নং অরফ্যানেজ রোড, বখশি বাজার, ঢাকা-১২১১
Website: www.bmeb.gov.bd, **E-mail:** info@bmeb.gov.bd, **Fax:** 58616681, 58617908, 9615576

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৫২৫০১/বাগেরহাট-১৪৫/২৫৬ তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪৩২ / ২১ অক্টোবর ২০২৫

বিষয় : অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত পূর্বক মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে বাগেরহাট জেলার শরণখোলা থানা/উপজেলাধীন বড় রাজাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসার অনুমোদিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনে ভূয়া ভোটারের মাধ্যমে নির্বাচন হয়েছে মর্মে জনৈক মহিউদ্দিন আকন অভিযোগ দাখিল করেছেন (কপি সংযুক্ত)।

এমতাবস্থায় অভিযোগ সংক্রান্ত সার্বিক বিষয়ে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার ব্যতিরেকে সরেজমিনে তদন্ত পূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের নির্দেশক্রমে

সংযুক্তি: বর্ণনা মোতাবেক ০১ (এক) পাতা।

২১.১০.২৫
প্রফেসর ছালেহ আহমাদ
রেজিস্ট্রার
ফোন: ৯৬১২৮৫৮
ই-মেইল: registrar@bmeb.gov.bd

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শরণখোলা, বাগেরহাট।

নং-বামাশিবো/প্রশা/২৩৩২৫১১৫২৫০১/বাগেরহাট-১৪৫/ তারিখ: ০৫ কার্তিক ১৪৩২ / ২১ অক্টোবর ২০২৫

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট;
২. জেলা শিক্ষা অফিসার, বাগেরহাট;
৩. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, শরণখোলা, বাগেরহাট;
৪. সভাপতি, বড় রাজাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-রাজাপুর, থানা-শরণখোলা, বাগেরহাট;
৫. সুপার/ভারপ্রাপ্ত সুপার, বড় রাজাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসা, ডাকঘর-রাজাপুর, থানা-শরণখোলা, বাগেরহাট;
৬. জনাব মহিউদ্দিন আকন, (অভিযোগকারী), গ্রাম: পূর্ব রাজাপুর, ডাকঘর: রাজাপুর বাজার, উপজেলা: শরণখোলা, জেলা: বাগেরহাট;
৭. পি ও টু চেয়ারম্যান/ পি এ টু রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৮. আইন সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা;
৯. অফিস কপি।

২১/১০/২৫
মোঃ আব্দুর রশিদ
উপ-রেজিস্ট্রার (প্রশাসন)
ফোন: ৯৬৭৪৮৭৪
ই-মেইল: dradmin@bmeb.gov.bd

বরাবর,

রেজিষ্ট্রার
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড
বকশি বাজার, ঢাকা।

বিষয়ঃ অবৈধ ম্যানেজিং কমিটির অনুমোদন না দেওয়া প্রসঙ্গে।

জনাব,

বাগেরহাট জেলাধীন শরণখোলা উপজেলার অন্তর্গত বড় রাজাপুর সালেহিয়া দাখিল মাদ্রাসার নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি/২০২৫ নির্বাচনের বিরুদ্ধে আমি ছাত্র অভিভাবক মহিউদ্দিন আকন, পিতা- আমির হোসাইন, মাতা- মাহমুদা, গ্রাম-পূর্ব রাজাপুর, ডাকঘর- রাজাপুর বাজার, উপজেলা- শরণখোলা, জেলা- বাগেরহাট, ভোটার আইডি নং- ৯১১৩৮১৮০২৬। এই মর্মে অভিযোগ জানাইতেছি যে, উক্ত মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটি গঠনের লক্ষ্যে গত ২২/০৭/২০২৫ ইং মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ একটি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেন। উক্ত ভোটার তালিকায় কিছু ভূয়া ভোটার পরিলক্ষিত হয়। কারণ সর্বশেষ চলমান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষ প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটির প্রবিধানমালা ২০০৯ এর ধারা ১০ অনুযায়ী ভোটার তালিকা হালনাগাদ করিবার নিমিত্তে যথাযথা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় নাই। ফলতঃ উক্ত ভোটার তালিকায় ৪৫ নং ক্রমিকে মোঃ মিজান তালুকদার কে ভোটার দেখানো হইয়াছে, অথচ তাহার পুত্র সিফাত ইসলাম ই.পি জেড কর্ণফুলী মডেল স্কুল, ধুমপাড়া, ৩৮নং ওয়ার্ড, বন্দর চট্টগ্রাম-এ ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। উক্ত শিক্ষার্থী অত্র মাদ্রাসার আদৌ শিক্ষার্থী নহে। মাদ্রাসার কর্তৃপক্ষ এই শিক্ষার্থীর অভিভাবককে স্বার্থ হাসিলের জন্য অভিভাবক হিসাবে ভোটার তালিকায় তার নাম অন্তর্ভূক্ত করিয়াছেন (প্রমাণপত্র সংযুক্ত)।

উপরন্তু তর্কিত ভোটার তালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় ভোটার তালিকায় ৫১নং ক্রমিকে ভোটার দেখানো হইয়াছে আব্দুর রব অথচ আব্দুর রব এর কোন সন্তান উক্ত মাদ্রাসায় পড়া লেখা করে না। বাস্তবে মাঈসা আক্তার ৮ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, রোল নং- ২২, তাহার পিতা- মোঃ মনিরুজ্জামান। এ ক্ষেত্রে মাদ্রাসার SRO অনুযায়ী শিক্ষার্থীর পিতা- মনিরুজ্জামান অভিভাবক ভোটার হবে। কিন্তু তা না হয়ে মোঃ মনিরুজ্জামান পিতা আঃ রব অর্থাৎ শিক্ষার্থীর দাদাকে অভিভাবক হিসাবে ভোটার করা হইয়াছে। ইহা আমি মনে করি বিধি বহির্ভূত বা অন্যায় ও তঞ্চকতামূলক।

আরো দেখা যাইতেছে যে, তর্কিত ভোটার তালিকায় ৬৫নং ক্রমিকে মাসুম হাং কে অভিববক ভোটার দেখানো হইয়াছে। তাহার কন্যা জান্নাতী আক্তার ৭ম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত, রোল নং- ০৯, কিন্তু উক্ত জান্নাতী আক্তার নামে কোন কন্যা সন্তান উক্ত মাসুম হাং এর নাই রবং উক্ত মাসুম হাং এর কন্যা ফারজানা পড়াশুনা করে না। বিষয়টি আমি মনে করি তঞ্চকতামূলক, বে-আইনী ও উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হইয়াছে।

আরো জানিতে পারি যে, উপরোক্ত অভিভযোগের প্রেক্ষিতে নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বশীল উপজেলা ও নির্বাহী অফিসার শরণখোলা বাগেরহাট এবং প্রিজাইডিং অফিসার, শরণখোলা উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার শরণখোলা, বাগেরহাট দ্বয়ের নিকট গত ১৭/০৮/২০২৫ খ্রি. PRL-এ অবস্থানরত সরকারি কলেজ শিক্ষক ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি জনাব এস.এম. জালাল উদ্দিন এ বিষয়ে আপত্তি জানাইয়া একটি লিখিত অভিযোগ দিলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয় উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার কে তদন্ত ভার অর্পন করেন। উক্ত জনাব এস.এম. জালাল উদ্দিন এর নিকট বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন-আমার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্তে ভোটার তালিকায় বড় ধরনের অনিয়ম ধরা পড়েছে। তবে আমার কাছে উপজেলা প্রশাসন তদন্ত রিপোর্টটি দিতে ইচ্ছুক নহে। তাই আমার কাছে কোন তদন্ত রিপোর্ট নাই, শুধুমাত্র অভিযোগ দাখিলের গৃহিত কপি আছে (অভিযোগ কপি সংযুক্ত)।

চলমান পাতা-০২

এমতাবস্থায় বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম যে, উক্ত তদন্তের বিষয় একটি তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ ও উহার কোন সুরাহ না করিয়া সদস্যদের নির্বাচিত প্রার্থীদের চূড়ান্ত তালিকা সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার গত ১৬/০৯/২০২৫ খ্রি. নির্বাচিত প্রার্থীদের একটি ঘোষণাপত্র জারী করেন। আরও জানিতে পারিলাম যে, এই মর্মে উক্ত কমিটির সভাপতি পদেরও নির্বাচন পূর্বক সুমন সরদার কে সভাপতি নির্বাচিত করিয়া একটি ঘোষণা পত্র জারি করেন।

প্রকাশ থাকে যে, নির্বাচিত সদস্যদের তালিকার ঘোষণা পত্রের স্মারক নং-৩৭. ০২. ৪৭৩০. ০০০. ১৪. ২০২৫. ১৪০, তারিখ : ১৬/০৯/২০২৫ খ্রি. মূলে পত্রটি হস্তান্তর হয় (যাহার কপি সংযুক্ত) এবং সভাপতির ঘোষণাপত্রটি আমার হস্তগত হয় নাই।

এমতাবস্থায় আমি মনে করি ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয় অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া স্বত্ত্বেও চূড়ান্ত ফয়সালা না দিয়ে কিভাবে প্রিজাইডিং অফিসার নির্বাচিত সদস্যদের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করিয়া পূনরায় সভাপতির কার্যক্রম ও চূড়ান্ত ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। ইহা আমার বোধগম্য নহে। বিষয়টি আমি মনে করি বে-আইনী ও তঞ্চকতামূলক বা উদ্দেশ্য প্রনোদিত।

অতএব, বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার জ্ঞাত হইয়াও আমাদের অভিযোগ আমলে না নিয়া একটি চূড়ান্ত ম্যানেজিং কমিটির ঘোষণাপত্র দিয়াছেন। ইহাতে আমরা ক্ষুদ্ধ হইয়া আপনার সমীপে এই অভিযোগ পত্রটি দায়ের করিয়াছি। যাহাতে উক্ত অবৈধ কমিটি আপনার দপ্তর হইতে অনুমোদন পাইতে না পারে। সে মতে তদন্ত পূর্বক আইনী ব্যবস্থা গ্রহণে আপনার সদয় মর্জি হয়।

তারিখ ঃ ২৩/০৯/২০২৫ইং

বিনীত নিবেদক

মহিউদ্দিন আকন ২৩/০৯/২০২৫ইং

মহিউদ্দিন আকন

মোবাইল ঃ ০১৭৪০১০০৬৮৮

সংযুক্তি ঃ

১। চূড়ান্ত ভোটার তালিকার ফটোকপি।

২। ভূয়া শিক্ষার্থীর প্রত্যয়ন পত্রের ফটোকপি।

৩। প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়োগ পত্রের ফটোকপি।

৪। নির্বাচনী তফসিলের ফটোকপি।

৫। নির্বাচিত প্রার্থীদের ঘোষণা পত্রের ফটোকপি।

৬। উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর অভিযোগের ফটোকপি।

৭। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার বরাবর অভিযোগের ফটোকপি।